بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমীর, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আতা বিন খলিল আবু আল-রাশতাহ্‌-এর বক্তব্য

৮৫৭ হিজরী – ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল বিজয় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে

(অনুবাদকৃত)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র প্রতি তাঁর সকল নিয়ামতের জন্য, এবং আল্লাহ্‌'র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ), তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণ (রা.), এবং তাঁর (সাঃ) অনুসারীদের প্রতি...

ইসলামী উম্মাহ্‌'র প্রতি, মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে... এবং সৎকর্মশীল ও উত্তম দাওয়াহ্‌ বহনকারীদের প্রতি... এবং আমাদের ওয়েবপেইজ-এর সম্মানিত অতিথিবৃন্দের প্রতি,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌ ওয়া বারাকাতুহ,

বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে এমনকিছু উজ্জ্বল দিন রয়েছে, যেগুলো তাদের গর্বের উৎস। আর মুসলিম উম্মাহ্‌'র জন্য সেদিনগুলো যদি হয় রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদ পূরণের দিন, তবে? নিঃসন্দেহে সেদিনগুলো হচ্ছে আকাশে জ্বলজ্বল করা নক্ষত্রের মতো, শুধু তাই নয় বরং সেগুলো হচ্ছে দীপ্তিমান সূর্যের মতো যা পৃথিবীকে আলোকিত করেছে এবং এই উম্মাহ্‌'কে আকাশের সুউচ্চ অবস্থানে উন্নিত করেছে... এবং এই মহান দিনগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কনস্টান্টিনোপল বিজয় বার্ষিকীর সেই দিনগুলি... আল-ফাতিহ্‌ হিজরী ৮৫৭ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ২৬তম দিন হতে কনস্টান্টিনোপল বিজয় অভিযান ও অবরোধ শুরু করেন, জমাদিউল আউয়াল মাসের বিশতম দিন ভোরে এ বিজয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ, অবরোধের ব্যাপ্তিকাল ছিল প্রায় দু'মাস। যখন মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্‌ বিজয়ী হয়ে শহরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তার ঘোড়া থেকে নামেন এবং এই বিজয় ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সিজদাহ্‌ করেন। তারপর তিনি হাগিয়া সোফিয়ার গির্জার দিকে রওনা হন, যেখানে বাইজেন্টাইন ও তাদের ধর্মগুরুরা জড়ো হয়েছিল, এবং তাদেরকে তিনি সুরক্ষা প্রদান করেন। তিনি হাগিয়া সোফিয়ার গির্জাকে একটি মসজিদে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেন, এবং মহান সাহাবী আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা.) কবরের স্থানে একটি মসজিদ স্থাপনেরও নির্দেশ দেন – যিনি কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রথম অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবং সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন... আল-ফাতিহ্‌ (বিজয়ের পরে তার এই নামকরণ করা হয়) কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন, যা পূর্বে ছিল এদিরনে; এবং কনস্টান্টিনোপল (কোস্টান্টিনিয়্যা) বিজয়ের পরে তিনি এর নামকরণ করেন "ইসলামবুল", যার অর্থ হচ্ছে ইসলামের শহর (দার আল-ইসলাম), যা পরবর্তীতে "ইস্তাম্বুল" নামে খ্যাতিমান হয়ে ওঠে। অতঃপর আল-ফাতিহ শহরে প্রবেশ করে হাগিয়া সোফিয়ায় যান এবং সেখানে তিনি সালাত আদায় করেন, এবং সেটি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র অনুগ্রহ, বরকত ও প্রশংসায় মসজিদে পরিণত হয়... এবং তা অটুট থাকে একটি পবিত্র ও মহিমান্বিত মসজিদ হিসেবে, যা ঈমানদারদের অধীনে আরও সমৃদ্ধ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না যুগের ঘৃণ্য অপরাধী মোস্তফা কামাল সেখানে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করে এবং দর্শনার্থীদের জন্য সেটাকে একটি যাদুঘরে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে অপবিত্র করে!

এভাবেই আল্লাহ্‌'র রাসূলের (সাঃ) সুসংবাদ পরিপূর্ণ হয়েছিল; আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনে আল-আস হতে বর্ণিত সেই মহান হাদীসটি, যেখানে তিনি বলেছেন: "আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর লেখক হিসেবে আশপাশে থাকতাম তখন তাঁকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়, দু'টি শহরের মধ্যে প্রথমে কোনটি উন্মুক্ত হবে, কনস্টান্টিনোপল নাকি রোম? রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন:

«مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً، يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ»

"হিরাক্লিয়াসের শহর প্রথমে উন্মুক্ত হবে, অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপল", আহমাদ তার মুসনাদে এবং আল-হাকিম তার আল-মুসতাদরাক-এ এটি বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি বলেছেন: "দুই শায়খ-এর শর্ত অনুযায়ী এটি একটি সহীহ্‌ হাদীস এবং তারা এটি বের করেননি। আয-যাহাবী মন্তব্য করেছেন: "বুখারী ও মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে।" এছাড়াও, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে বিশর আল খাতামী কর্তৃক তার পিতা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন:

«لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ»

"তোমরা কনস্টান্টিনোপল উন্মুক্ত করবে, এর আমির শ্রেষ্ঠ আমির, এবং শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী হচ্ছে সেই সেনাবাহিনী।" তিনি বলেন, মাসলামা বিন আব্দুল মালিক আমাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, এবং আমি তার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করি, তাই তিনি কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেন, আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত। মুজমা' আয-যাওয়া'ঈদ-এ মন্তব্যের মধ্যে বলা হয়েছে যে: "আহমাদ, আল-বায্‌যার, আল-তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত এবং এর লোকেরা বিশ্বাসযোগ্য..."

এই সুসংবাদ অর্জিত হয়েছিল যে যুবকের হাতে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্‌, তার বয়স তখন ২১ পার হয়নি, তিনি শৈশব থেকেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার পিতা সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তার প্রতি যত্নবান ছিলেন, এবং আহমাদ বিন ইসমাইল আল কুরানীসহ তার সময়ের সেরা শিক্ষকদের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন, আল-সুয়ূতি যাকে আল-ফাতিহ্‌-এর প্রথম শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করেন, এবং তিনি তার সম্পর্কে বলেন: "তিনি ছিলেন একজন ফকিহ্‌, তার যুগের পন্ডিতরা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও দক্ষতা প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনকি তারা তাকে বলতেন: সেই সময়ের আবু হানিফা।" একইভাবে শেখ আকশামসুদ্দিন সুনকার ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আল-ফাতিহ্‌'র মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কনস্টান্টিনোপল বিজয় সম্পর্কিত হাদীসের বিষয়ে আগ্রহ তৈরি করেন। তাই ছেলেটি তার হাত ধরে এই বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে বড় হয়... শেখ আকশামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্‌'কে কুর'আন, হাদীস ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সুন্নাহ্‌ এবং এর সাথে সাথে আরবী, ফারসি, ও তুর্কি ভাষা সম্পর্কে শিক্ষা দেন, এমনকি জীবন সম্পর্কিত কিছু বিজ্ঞানও শিক্ষা দেন, যেমন: গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস... এছাড়াও অশ্বারোহণ ও মার্শাল আর্টে তিনি বীরত্ব লাভ করেন... আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে সম্মানিত ও সৌভাগ্যশালী করেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আল-ফাতিহ্‌ ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক এবং তার সৈন্যরা ছিল শ্রেষ্ঠ সৈন্য, কারণ তাদের অন্তর ঈমান দ্বারা পূর্ণ ছিল এবং তারা নিষ্ঠা ও প্রস্তুতি সহকারে জিহাদের জন্য তৈরি ছিল, তারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে সমর্থন করেছিল এবং তিনি তাদেরকে এই মহান বিজয় দ্বারা বিজয়ী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌'র, যিনি জগতসমূহের প্রভু।

আল-ফাতিহ্‌ ছিলেন একজন দূরদর্শী ব্যক্তি, যার ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধি। তিনি যখনই কোন সমস্যা দেখতে পেতেন, তখনই আল্লাহ্‌'র অনুগ্রহে সঠিকভাবে তার সমাধান করতেন এবং যখনই তার সামনে কোন বাধা উপস্থিত হতো তখনই তিনি আল্লাহ্‌'র সাহায্যে তা অপসারণ করতেন। তিনি তিনটি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, যেগুলো তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দ্বারা সমাধান করেছিলেন:

১. কনস্টান্টিনোপল অবরোধকালীন সময়ে তার সৈন্যরা যখন প্রাচীরের চারপাশে খোলা জায়গায় বাতাসে অবস্থান করছিল তখন তারা ঠান্ডার বিষয়ে তার কাছে অভিযোগ করেছিল, তাই তিনি প্রয়োজন সাপেক্ষে তাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে একটি দুর্গ তৈরী করে দেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, অবরোধ দীর্ঘায়িত হলেও যাতে সৈন্যরা অবরোধ প্রত্যাহার না করে এবং কনস্টান্টিনোপল আক্রমনকারী পূর্ববর্তী মুসলিম সেনাবাহিনীগুলোর মত ফেরত না যায়, বরং তিনি আল্লাহ্‌'র অনুগ্রহে কনস্টান্টিনোপল বিজয় না হওয়া পর্যন্ত অভিযান হতে ফেরত আসতে চাননি...

২. এছাড়া কনস্টান্টিনোপলের দেয়ালগুলোতে ছিল তিনটি প্রাচীর; আর প্রতিটি প্রাচীরের মধ্যে ছিল কয়েক মিটার করে জায়গা। তাই এ বিষয়টি নিয়ে তিনি ভাবনায় পড়ে যান। তাদের যুগে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক শক্তিসম্পন্ন কোন অস্ত্র ছিল না। বরং সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ছিল পাথর নিক্ষেপে সক্ষম ক্যাটাপাল্ট, আকারে সেটা ছোট নয় তবে এই মাপের প্রাচীরে একটি গর্ত তৈরির মত যথেষ্ট ক্ষমতাশালীও নয়। এবং যেহেতু মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্‌ তৎকালীন বিশ্বের সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন, সেহেতু তিনি জানতে পেরেছিলেন যে হাঙ্গেরির প্রকৌশলীদের একজন (আরবান) একটি বিশেষ শক্তির কামান তৈরির নকশা প্রস্তুত করেছেন যা দেয়াল ভেঙে দিতে সক্ষম, এবং কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের নিকট আরবান তার পরিষেবাগুলোর প্রস্তাবনা পেশ করেছিলেন, কিন্তু সম্রাট তার প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি, অতএব আল-ফাতিহ্‌ তাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাকে উদারহস্তে অর্থ প্রদান করেন, এবং তার আবিষ্কার সম্পন্নের জন্য সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করেন। অটোম্যান প্রকৌশলীদের সহায়তায় আরবান কামান তৈরীর কাজে এগিয়ে যায় এবং আল-ফাতিহ্‌ নিজে তাদের কাজের তদারকি করেন। তিন মাস সময়ও অতিক্রান্ত হয়নি যখন আরবান তিনটি বড় কামান তৈরির কাজ সম্পন্ন করেন, কামানের গোলার ওজন ছিল প্রায় দেড় টন, ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ার আশঙ্কায় তিনি দেয়ালগুলোর উপর কামানের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে চাননি। কারণ রোমানরা প্রাচীরের আড়াল থেকে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং বিষয়টি মুসলিমদের সক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে, তাই তিনি এদিরনে শহরে পরীক্ষাটি চালান এবং তা সফল হন। তিনি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র শুকরিয়া আদায় করেন এবং এদিরনে থেকে কামান তিনটি কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের কাছে নিয়ে যান, যাতে সেগুলোকে গুড়িয়ে দেয়া যায় এবং রোমানরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়...

৩. অতঃপর আরও একটি বিষয় তাকে চিন্তিত করে তুলেছিল, তিনি জানতেন যে কনস্টান্টিনোপলের আশেপাশের উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রাচীরগুলো ছিল দুর্বল, এবং

রোমানরা উপসাগরের দিকের দেয়ালগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও নিশ্চিত ছিল যে ধাতব শিকল দ্বারা উপসাগরে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয়ার কারণে মুসলিম জাহাজগুলো তাদের কাছে পৌঁছুতে সক্ষম হবে না, তবে আল্লাহ্'র সাহায্যে আল-ফাতিহ উপসাগরের (গোল্ডেন হর্ণ) পাশ থেকে প্রাচীর সংলগ্ন গালাটা পাহাড়ের উপর দিয়ে পিছলিয়ে জাহাজ পারাপারের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পাহাড়ের উপরিভাগে দৃঢ়ভাবে কাঠ স্থাপন করেন এবং সেগুলোর উপর প্রচুর পরিমাণে তেল ও চর্বি জাতীয় পদার্থ ঢালেন, এরপর তিনি জাহাজগুলোকে সেগুলোর উপর দিয়ে টেনে আনেন। এবং এক রাতের মধ্যে তিনি ৭০টি জাহাজ উপসাগরে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। এটি ছিল রোমানদের জন্য এক বিশাল ধাক্কা, সকালে যখন তারা উপসাগরে মুসলিমদের জাহাজ দেখতে পেল তখন এতে তাদের অন্তর ভয়ে পূর্ণ হয়ে গেল। বিজয় এবং কর্তৃত্ব অর্জিত হলো, সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র।

প্রিয় ভাইয়েরা, তিনটি কারণে আমি আপনাদেরকে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কিছু ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি:

প্রথম কারণটি হলো সেই স্মৃতিটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যাতে যেকোন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই এর মাধ্যমে ইসলাম বাস্তবায়িত অবস্থায় ইসলাম ও মুসলিমদের গৌরবগাথা অনুধাবন করতে পারে। কুফর নিশ্চিহ্ন হবে, এবং সত্য বিজয়ী হয়ে আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) আযানের ধ্বনির ন্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। পারস্যবাসী ও বাইজেন্টাইনরা তাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদের অবশিষ্টাংশে উল্লেখিত রোম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বলা যায় যে আল্লাহ্'র ইচ্ছায় তাদের সাথে শীঘ্রই যুক্ত হবে বাইজেন্টাইনের ভগ্নি রোম।

দ্বিতীয় কারণটি হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত অবশিষ্ট তিনটি সুসংবাদের ব্যাপারে আপনাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করা, যেভাবে প্রথমটি অর্জিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সুসংবাদ প্রদান করেছেন: কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের, নবুয়্যতের আদলে খিলাফতের প্রত্যাবর্তনের, এবং ইহুদীদের সাথে যুদ্ধের ও তাদেরকে শক্তিশালীভাবে পরাভূত করার... রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শুধুমাত্র ওহী (ঐশীবাণী) অনুযায়ী কথা বলেন, আল্লাহ্'র ইচ্ছায় বাকি তিনটি সুসংবাদও পরিপূর্ণ হবে, গৌরব ও মহিমা কেবলমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র; তবে এই বিজয়গুলো অর্জনের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে না যেন তারা এগুলো আমাদেরকে উপহার হিসেবে দেন। বরং আল্লাহ্'র বিধান হচ্ছে আমরা আল্লাহ্'কে সমর্থন করবো এবং তিনি আমাদের কাছে তাঁর প্রদত্ত বিজয় দান করবেন, যাতে আমরা তাঁর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং তাঁর প্রদত্ত রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটাই, এবং আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি সঞ্চয় করে প্রস্তুত হই এবং অতঃপর তাঁর পথে সংগ্রাম করি। অতঃপর পুরো পৃথিবী বাকি তিনটি সুসংবাদ দ্বারা সমুজ্জ্বল হবে এবং পৃথিবী আবারও খিলাফত দ্বারা আলোকিত হবে।

তৃতীয় কারণটি হলো, পশ্চিমা কাফিররা আরব ও তুর্কি বিশ্বাসঘাতকদেরকে সঙ্গে নিয়ে ১৩৪২ হিজরী - ১৯২৪ খৃস্টাব্দে খিলাফত ধ্বংস করতে সমর্থ হয়, এবং এ ধ্বংস করাকে তারা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সমতুল্য মনে করেছিল, এবং এটা পশ্চিমা কাফিরদেরকে তাদের হারানো শক্তি ফিরিয়ে দেয়। এরপর পশ্চিমা বিশ্বের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় খিলাফতের প্রত্যাবর্তনকে প্রতিহত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা, যাতে তাদের ফিরে পাওয়া শক্তি তারা আবারও হারিয়ে না ফেলে, বিশেষ করে তখন থেকে তারা মুসলিম দেশগুলোর উপর উপনিবেশিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা মুসলিম বিশ্বের আন্দোলনগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, সুতরাং যখন ১৩৭২ হিজরী - ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে **হিযবুত তাহ্রীর** প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে, খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এই দলটির কাজের ভিত্তি এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আর এ কাজে তারা নিবেদিতপ্রাণ, তৎক্ষণাৎ পশ্চিমারা তাদের দালাল শাসকদের নির্দেশ দেয় যেন তারা দলটিকে নিষিদ্ধ করে এবং দমন-নিপীড়ন চালায়, যা কোন কোন অঞ্চলে গ্রেফতার এবং শাহাদাতবরণ পর্যন্ত নির্যাতন, কোন কোন অঞ্চলে দীর্ঘ কারাদন্ড দেয়া, এমনকি যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া পর্যন্ত গড়িয়েছে... তারপর তারা নির্লজ্জের মত মিথ্যা, জালিয়াতি ও সত্যকে বিকৃত করার মতো পদ্ধতিগুলোকে এর সাথে যুক্ত করে... এবং এই কুৎসা রটনা যাতে ফলপ্রসূ হয় সেজন্য তারা তা পরিচালনার উদ্দেশ্যে মুসলিম নাম ও বেশধারী একটি গোষ্ঠী তৈরি করে, এই কুৎসা রটনায় তাদেরকে অনুসরণ করে সংগঠন ছেড়ে চলে যাওয়া, শপথ ভঙ্গকারী (আন-নাকিতি'ন) এবং শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তি, যারা পূর্বে দলের সদস্য ছিল...

এইভাবে, এই বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে মিথ্যাচার, জালিয়াতি ও সত্যকে বিকৃত করার কাজে অংশ নিয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের এতে একটি ভূমিকা রয়েছে: কাফির, মুনাফিক এবং গুজব রটনাকারী; তারপর সংগঠন ছেড়ে চলে যাওয়া, শাস্তিপ্রাপ্ত ও শপথ ভঙ্গকারীদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তি এবং যাদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে এরা সবাই **হিযবুত তাহ্রীর**-এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও আক্রমণে অংশ নিয়েছে। তারা বিষাক্ত পদক্ষেপের সাথে এর অনুসরণ করেছে, যার প্রতিটি ধাপে ছিল চরম মিথ্যাচার। একটা মিথ্যা প্রতিষ্ঠায় তারা ব্যর্থ হলে আরেকটা মিথ্যা নিয়ে এসেছে, তারা ভুলে গিয়েছে অথবা ভুলে যাওয়ার আশা করেছে যে হিযব-এর সদস্যদের রয়েছে পরিষ্কার চিন্তা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং গভীর বুদ্ধিমত্তা, যা তাদেরকে ভালো থেকে মন্দকে পৃথক করতে সাহায্য করে, তাই তারা তাদের পথে কোন মিথ্যাকে প্রবেশের সুযোগ দেয় না...এইভাবে তাদের বানোয়াট মিথ্যাগুলোকে অলংকৃত করার এবং সত্যকে বিকৃত করার প্রয়াসকে সুসজ্জিত করার শতচেষ্টা সত্ত্বেও তারা হিযব-এর সদস্যদের বা সুস্থ বুদ্ধির কোন মুসলিমের মধ্য হতে শুনতে আগ্রহী কাউকে খুঁজে পায়নি। বরং তারা ছিল,

«كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا»

"তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে, কিন্তু যখন সে তার নিকটবর্তী হয় তখন সে কিছুই খুঁজে পায় না।" [সূরা আন-নূর : ৩৯]

এবং, দল ও তার নেতৃত্বের ব্যাপারে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র, কদর্যতা ও বিদ্বেষ – যার মাধ্যমে তারা আশা করেছিল যে তারা দলের ক্ষতি করবে, কিন্তু আল্লাহ্'র অনুগ্রহে তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং হতাশ হয়েছে, এবং তারা ভালো কিছু অর্জন করতে পারেনি, তাদের মিথ্যা ষড়যন্ত্র আর প্রতারণার মাত্রা যত উঁচুতেই পৌঁছাক না কেন,

«وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ»

"...কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে।" [সূরা ফাতির: ৪৩]

তারা এর প্রতিফল আল্লাহ্'র কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করবে, তাদের মিথ্যাচার ও ধূর্ততা যতই প্রবলতর হোক না কেন,

«وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ»

"তারা নিজেদের মাঝে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্'র কাছে লিপিবদ্ধ আছে তাদের চক্রান্ত, যদিওবা তাদের চক্রান্ত পাহাড়কে টলিয়ে দেয়ার মত ছিল।" [সূরা ইব্রাহীম : ৪৬]

পরিশেষে, প্রিয় ভাইয়েরা, সত্য আহ্বানের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচারণার মাঝেও সত্যের উপর আপনাদের অটল, দৃঢ় ও স্পষ্ট অবস্থান আমাদেরকে চরম প্রতিকূলতা মোকাবেলায় মহান ও বিচক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অনুসরণকারী সাহাবাদের (রা.) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়... এরূপই হলো আপনাদের অবস্থান, যা প্রতিকূলতার মুখে দুর্বল হয় না, আর ফিতনার মাঝে নড়বড়ে হয়না। বরং আপনাদের সংকল্প এখন দৃঢ়তর এবং আপনাদের কণ্ঠ সত্যের ঘোষণাকারী। আপনারা দুনিয়ার দিকে একবার আর আখিরাতের দিকে বহুবার তাকান। তাই দলকে অভিনন্দন আপনাদেরকে পাবার জন্য এবং আপনাদেরকে অভিনন্দন দলকে পাবার জন্য।

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

"এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্'র স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, যেন আল্লাহ্ তাদের উৎকৃষ্ট কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।" [সূরা আন-নূর : ৩৭-৩৮]

বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদগুলোর পূর্ণতা দান করেন, যাতে উম্মাহ্'র খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, অতঃপর আল-কুদ্স মুক্ত হয় এবং রোম বিজয় হয়, যেভাবে তার বোন কনস্টান্টিনোপল বিজয় হয়েছিল... রাসূলুল্লাহ্'র (সাঃ) হাদীসের শুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে... আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট আরও প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রেরণ করেন, যাতে আমরা আমাদের কাজে আরও উন্নতিসাধন ও দক্ষতা অর্জন করতে পারি এবং আল্লাহ্ আল-আজিজ আল-রাহিম-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিজয়ের জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

«وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ»

"আর সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে, আল্লাহ্'র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" [আর-রূম : ৪-৫]

ওয়া আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহ

আপনাদের ভাই,
আতা বিন খলিল আবু আল রাশতাহ্
হিযবুত তাহ্রীর-এর আমীর

বৃহস্পতিবার, ৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪১ হিজরী
০২ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ